প্রথম আলো

তারিখ ... 29 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

কওমি মাদ্রাসা নিয়ে আলেমদের উসকাচ্ছে কায়েমি মহল

ওয়াসেক বিল্লাহ্ ●

কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং বিএনপি-জামায়াতপন্থী পেশাজীবী সংগঠনের কয়েকজন নেতা আলেম-ওলামাদের সরকারের সঙ্গে আলোচনা বাদ দিয়ে আন্দোলনে নামার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার দুটি শিক্ষা বোর্ডের নেতাদের বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও সনদের স্বীকৃতি বিষয়ে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ গোষ্ঠীটি এখন আলেমদের এই প্রক্রিয়া থেকে বের করে আনার জন্য নানা তৎপরতা চালাচ্ছে।

> 'একটি মহল চাইছে বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করতে। তারা চায় না শান্তিপূর্ণভাবে কিছু হোক।'

গত সোমবার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়ার (বেফাক) সভাপতি ও চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শাহ্ আহমদ শফির সঙ্গে দেখা করেছেন চট্টগ্রামের কয়েকজন আলেম। তাঁরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা বাদ দিয়ে বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করতে বেফাক সভাপতিকে অনুরোধ করেছেন। তবে জনাব শফি তাঁদের এ বিষয়ে কোনো আশ্বাস দেননি বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল ঢাকায় বেফাকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নেতারা বৈঠকও করেছেন।

বেফাকের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের সংগঠনের সভাপতির সঙ্গে কারা দেখা করেছেন তা তিনি জানেন না। কারণ ঢাকায় বসে চট্টগ্রামের খবর জানা সম্ভব নয়।

বেফাকের সহকারী মহাসচিব মুফতি মাহফুজুল হক বলেন, একটি মহল চাইছে বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করতে। তারা চায় না শান্তিপূর্ণভাবে কিছু হোক। তিনি বলেন, অনেক সময় অনেকে বিভ্রান্ত করবে। তবে আমরা এখন থেকে সতর্ক থাকব। আমরাও বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করে ও কথা বলে সব পর্যায়ের আলেমদের বোঝানোর চেষ্টা করছি।'

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা এ টি এম হেমায়েতউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানই তো ইসলামের মূল মন্ত্র। এটাই সর্বোত্তম উপায়।' একই দলের একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নিয়ে অনেক আলেম-ওলামার মধ্যে সন্দেহ আছে। এ সুযোগটাই নিচ্ছেন অনেকে।

১৮ এপ্রিল আহমদ শফির নেতৃত্বে বেফাক এবং উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গভিত্তিক চারটি আঞ্চলিক বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সংস্থার ৬২ জন আলেম-ওলামা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

কওমি মাদ্রাসা নিয়ে আলেমদের উসকাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সনদের স্বীকৃতি ও পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন বিষয়ে আলেম-ওলামাদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। এ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কওমি সনদের স্বীকৃতিসহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জামায়াতপন্থী মেজবাহ ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোখলেছুর রহমান সম্প্রতি কওমি মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের তিন নেতা যোবায়ের গণি, ওবায়দুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইয়াহিয়াকে নিয়ে বিএনপিপন্থী একজন পেশাজীবী নেতার কার্যালয়ে যান। ওই নেতা কওমি ছাত্র পরিষদের নেতাদের কওমি মাদ্রাসার বিষয়গুলো নিয়ে সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি করার পরামর্শ দেন।

এরপর ছাত্র পরিষদের ওই তিন নেতা 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেন জাতীয় প্রেসক্লাবে। সেমিনারে আমার দেশ পাবলিকেশনের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমানকে প্রধান অতিথি, মাহবুবউল্লাহ্, কবি আবদুল হাই শিকদারসহ আরও অনেককে অতিথি করে আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়।

কওমি মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের সভাপতি আবদুল আজিজ জানান, তিনি তাঁর সংগঠনের সাবেক তিন নেতার আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিদের এ তালিকা দেখে সেমিনার করতে রাজি হননি। পরে ওই তিন নেতা 'কওমি কাউন্সিল' গঠন করেন। খেলাফত মজলিসের একাংশের মজলিসে শূরার সদস্য ও লালবাগ থানার সভাপতি আবদুস সামাদকে এই কাউন্সিলের সভাপতি করা হয়। তাঁরা ওই সেমিনারের আয়োজন করেন।

খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি মাহফুজুর রহমানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেক সময় কাউকে কাউকে বিভ্রান্ত করা হয়। আবদুস সামাদকেও এমনটি করা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন।

গত সোমবার কওমি কাউন্সিলের সেমিনারে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী একাধিক বুদ্ধিজীবী বর্তমান সরকারের সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করায় আলেমদের কঠোর সমালোচনা করেন। যে আলেম-ওলামারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন, তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করে কবি আবদুল হাই শিকদার সেমিনারে বলেন, 'প্রচুর হুজুর দালাল তৈরি হয়েছে দেশে। আপনারা প্রচুর দালাল ও কাপুরুষ তৈরি করেছেন।'

সেমিনারে একই ধরনের কথা বলেন মাহমুদুর রহমান। বর্তমান সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার আপনাদের আবেদন-নিবেদনে সাড়া দেবেন—এ রকম চিন্তা আপনারা করছেন কেন?

২১ এপ্রিল জামায়াতে ইসলামীর এক সমাবেশে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করা কওমি মাদ্রাসার আলেম-ওলামাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'যেসব আলেম নামের কলঙ্ক দালালি করতে গেছেন, তাঁদের কাজ শেষ হলে টয়লেট পেপারের মতো ছুড়ে ফেলে দেবে।'

২৪ এপ্রিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জামায়াতপন্থী আলিয়া মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষক সংগঠন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ 'মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র'র প্রতিবাদে সমাবেশ করে।

১৬ এপ্রিল খেলাফত আন্দোলনের এক আলোচনায় দলের আমির মাওলানা আহমদউল্লাহ্ আশরাফ বলেছিলেন, কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে তাঁরা সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে আলেম-ওলামাদের বৈঠকের পর দলের নেতারা উল্টে গেছেন। দলের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ্ খান একাধিক সমাবেশে বলেছেন, সরকার আসলে কিছুই করবে না। আন্দোলন করতে হবে। গতকাল তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'সরকারের হাবভাব দেখে বোঝা যায়, তারা আসলে কিছু করবে না। আমরা এই আলোচনাটা ভালো চোখে দেখছি না।'